JAN. 1 5 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সঙ্কটে সার্ক ও 'ট্র্যাক টু' ডিপ্লোম্যাসি

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ

১. পটভূমি

সঙ্কটে রয়েছে সার্ক। বাংলাদেশে সফরকারী নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চক্রপ্রসাদ বাস্তোলা সার্ক প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন। ঢাকা মহানগরীতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় ৯ জানুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে নানা বিষয়ের ভিতরে সার্ক সম্পর্কেও বলেছেন বাস্তোলা। তিনি বলেছেন, এই ফোরামের অন্যদেশগুলো (অর্থাৎ বাকি ৫টি দেশ) ভারত ও পাকিস্তানকে নিজেদের ভিতরে রেষারেষি কমিয়ে সার্ককে সক্রিয় করার জন্য অনুরোধ জানাবে।
সাংবাদিক (এক বা একাধিক) প্রশ্ন করেন, বিবদমান দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে বাকি ৫টি দেশ নিয়ে সার্কের কোন 'মিনি সামিট' করার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, তাহলে তো সার্ক বলে কিছু থাকে না।
এই কলামটি লেখার আগে ১০ জানুয়ারি এই খবরটি পড়ে প্রশ্নটি শুনে একটু ভড়কে যেতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার কিছু খোরাক যোগায়, অনুষঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। ভড়কে যাওয়া এ জন্য যে, সার্কের চার্টারে বা সনদে স্পষ্টভাবে যা লেখা রয়েছে তার সারকথা হলো, সদস্য কোন একটি দেশ যদি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আপত্তি অথবা যোগদানে অপারগতা জানায় তাহলে 'সামিট' হবে না। এই তথ্য তো সাংবাদিকদের অজানা থাকার কথা নয়। তাহলে সত্যিই কি কোন মিনি সামিটের পরিকল্পনার আভাস তাঁরা পেয়েছেন? কিন্তু তা কি করে হয়? আব্দুস সামাদ আজাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয়–'তাহলে সার্কই তো থাকে না'। তাহলে তাঁরা কি স্রেফ অনুমান করছেন?
ভাবনার খোরাক ও অনুষঙ্গের কথা বলা যাক। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সার্ক গঠিত হয়। কিন্তু তার আগে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর এই জোট গঠনের চিন্তাভাবনা করেন, উদ্যোগ নেন। তখন অনেকেই ভাল করেই জানতেন, প্রস্তাবিত এই জোটে প্রধান দেশ হবে ভারত। চিরবৈরিতা লালন করেই পাশাপাশি থাকবে পাকিস্তান। ঝামেলা হলে এই দুই দেশ নিয়েই ঝামেলা হতে পারে। সাতচল্লিশে জন্মের পর থেকেই জাতবৈরী এই দু'টি দেশ এই জোটে নানা এভাব ফেলবে। জন্মের পর থেকেই একে অপরের বৈরী এই দুই দেশ কখনও পরম বন্ধুভাবাপন্ন ছিল তা এদের কোন পরম বান্ধবও বলতে পারবেন না। তাছাড়া ধনে-জনে-অর্থে-বলে অর্থাৎ আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ ও সামর্থ্যে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দেশ ভারত বড়ভাইসুলভ বা দাদাগিরির আচরণও করতে পারে। ওদিকে 'ক্যু-অভ্যাসে' অভিজ্ঞ ও জর্জরিত পাকিস্তানের, মতিগতিও সবসময় বুঝে ওঠা ভার। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছেন এমন কোন আলামত অনুপুঙ্খ পর্যালোচনায় পাওয়া যায় না। কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেই দুদেশ একে অপরের বন্ধু হয়ে যায় না। পাকিস্তানে তখন ক্ষমতায় রয়েছেন জেনারেল জিয়াউল হক; ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। সরকারীভাবে বলা না হলেও ভারত তখন জিয়াউল হককে স্বৈরশাসক হিসাবেই গণ্য করে। প্রস্তাবিত জোটে রয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি ও রাজতন্ত্রের এক মিশেল। একটি জোট গঠনের ব্যাপারে ভারতের রাজীব গান্ধী কি পাকিস্তানের জিয়াউল হকের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে রাজি হবেন? এ ধরনের জোট কি আদৌ হবে?
তারপরও দক্ষিণ এশিয়ার এই ৭টি দেশ ও তার জনগণের একটি পাটিগণিত ও কিছু প্রত্যাশা ছিল। তা হলো– (ক) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ/রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নানাধরনের সহযোগিতা জোট থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কোন জোট নেই, (খ) দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ ধরনের জোট জরুরী। এর ফলে এই অঞ্চলের দেশগুলোর ভিতরে একটি রাজনৈতিক আস্থার সৃষ্টি হতে পারে। একটি স্থিতিশীল নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক ইস্যুসমূহকেন্দ্রিক কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় নানা ইস্যু নিয়ে কার্যকর সংলাপ শুরু ও সমাধানের পথ খুঁজে নেয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের জোট সহায়ক হতে পারে, (গ) দৃষ্টান্ত হিসাবে তখন রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট 'আসিয়ান', যা ছিল প্রেরণার উৎস, (ঘ) আসিয়ানে ইন্দোনেশিয়া যে ধরনের ভূমিকা অতীতে রেখেছে তেমনি ভূমিকা পালন করবে ভারত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

২. এবং তারপর

তারপর সার্ক গঠিত হলো তিক্ত অতীত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে সহযোগিতা, সুসমন্বিত কর্মসূচী ও সুসংহত কার্যক্রমের মাধ্যমে বহুপক্ষীয় উদ্যোগ হিসাবে এই অঞ্চলের জোটভুক্ত সাতটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে এর শুরু হলো অভিযাত্রা। শুরু থেকেই সার্ক জোটের দেশগুলোর জনগণের প্রত্যাশা ছিল, দ্বিপক্ষীয় কোন বিরোধ বা তিক্ততার জন্য সার্কের চলার পথ কখনও বাধাগ্রস্ত হবে না, বরং বহুপক্ষীয় উদ্যোগের আওতায় দ্বিপক্ষীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।
১৯৮৫ সালের পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা রয়েছে। ধীরগতি সত্ত্বেও কোন কোন দেশের একের সঙ্গে অপরের পারস্পরিক তিক্ততা ও অবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও; বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গত ১৫ বছরে সার্ক এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিছু কাজ সম্পাদন করতে পেরেছে। দক্ষিণ এশীয় একটি জোট হিসাবে নিজেদের অস্তিত্বকেও প্রমাণ করতে পেরেছে।
তারপর ১৪ পেরিয়ে ১৫ বছরে চলার সময় সার্ক এমন এক সঙ্কটে পড়ে গেল যা অতীতে এত ব্যাপকতা নিয়ে আর কখনও দেখা যায়নি। শুভেচ্ছার হাত বাড়িয়ে 'জার্নি টু লাহোর' মিশন নিয়ে বাসে চেপে ভারত থেকে লাহোর গেলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। দু'দেশের ভিতরে যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ হলো।
এবং তারপর ১৯৯৯ সালের মে মাসে বেধে গেল 'কারগিল যুদ্ধ' বা সংঘর্ষ। ভারতশাসিত কাশ্মীরের কারগিল অঞ্চলের এই যুদ্ধ বা সংঘর্ষ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ককে সাম্প্রতিক বছরসমূহের ভিতরে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে গেল। পাকিস্তান এই যুদ্ধে তার সম্পৃক্তির কথা অস্বীকার করতে চেয়েছে নানাভাবে। বলা হয়েছে, এ হলো স্বাধীনতাকামী 'মুজাহেদিন'দের যুদ্ধ বা সংঘর্ষ। কিন্তু প্রকৃত সত্য কমবেশি সবাই জানেন।
পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের চেয়ে কোনভাবেই কোন খাটো মাপে অটল বিহারী বাজপেয়ী, তাঁর কোয়ালিশন জোটের মন্ত্রীবর্গ, তাঁর মিত্রবর্গ এবং ভারত সরকার ও জনগণ কারগিল যুদ্ধকে উপস্থাপন করেননি। এর প্রভাব ও প্রতিফলন পাওয়া গেছে ভারতের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায়। ২০০০ সালেও ভারতের একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল থেকে আশীষ বিদ্যার্থীর উপস্থাপনায় নিয়মিতভাবে প্রচারিত হয়েছে 'বিজয় জ্যোতি' (নাকি অমর জ্যোতি?) শিরোনামের এক অনুষ্ঠান, যার পটভূমি ও প্রেক্ষাপটে রয়েছে কারগিল। অনেকে বলেছেন, বাজপেয়ী ও তাঁর মিত্রবর্গ এই কারগিল কার্ডটি তাঁদের রাজনীতিতে খেলেছেন। পিটিভি ওয়ার্ল্ডও কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করেছে যার বক্তব্য ও কনটেন্ট হলো কাশ্মীরী মুজাহেদিনদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সরাসরি কারগিল প্রসঙ্গে তাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হয়নি কারণ তাহলে কারগিল যুদ্ধে পাকিস্তানের সম্পৃক্তির বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া হয়।
১৯৯৯ সালের মে মাসের পর অক্টোবরে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করলেন জেনারেল পারভেজ মোশাররফ, যাকে কারগিল যুদ্ধের 'মাস্টারমাইন্ড' বলে মনে করে ভারত। ১৯৯৯ সালের নবেম্বরে নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে অক্টোবরেই ভারত সাফ সাফ জানিয়ে দেয়, সার্ক সম্মেলনে পাকিস্তানের সঙ্গে বসা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্মেলনে ভারত যোগ দেবে না।
তারপর পরিস্থিতির কোন বদল হয়নি। ২০০০ সালেও ১৯৯৯ সালের স্থগিত শীর্ষ সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। অতীতেও সার্ক সম্মেলন স্থগিত হয়েছে। কিন্তু এবারের মতো এমন অনির্দিষ্টভাবে স্থগিত বা ঝুলে থাকেনি। প্রতিবারই কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে সমস্যার জট খোলা গেছে। কিন্তু এবার তাও সম্ভব হয়নি।
২০০০ সালে সার্কের বিভিন্ন 'অঙ্গ-ফোরাম'-এর কাজ চলেছে। কর্মকর্তা পর্যায়েও কিছু কিছু আলোচনা ও কাজ হয়েছে। কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতেও পারেনি। জোটভুক্ত সাত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হয়নি। পরিকল্পনা ও অর্থমন্ত্রীদের বৈঠক হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন-দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক নানা কর্মসূচী ও পরিকল্পনা ব্যাহত হয়েছে। 'সাপটা'র কথাই ধরা যাক। দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাজার এলাকা নিয়ে আলোচনাও যেন জটিলতায় পড়েছে। শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ায় ফোরামের নানা কাজে প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে।
দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর পরিবর্তে বহুপক্ষীয় ইস্যু নিয়ে কাজ করার কথা যে সার্কের সেই সার্ক পড়ে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগত জটিলতায়; হয়ে গেছে সেই ভারত-পাক বৈরিতার শিকার। সার্কের প্রতি অনাগ্রহের কথা কোন দেশই বলছে না। কিন্তু যে হতাশা ও অনিশ্চয়তার ভাব জোটভুক্ত দেশগুলোর ভিতরে রয়েছে (ভারত-পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে বলছি) একমাত্র সার্ক সামিট হলেই তা দূর হতে পারে। কিন্তু কবে এই 'সামিট' হবে তা কেউ-ই বলতে পারছেন না। এতটা অনিশ্চয়তা এর আগে আর কখনও দেখা দেয়নি। সার্কের অস্তিত্ব নিয়েও কারও কারও মনেসন্দেহ দেখা দিয়েছে।
২০০০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কাশ্মীরী জঙ্গী সংগঠনগুলোর তৎপরতা বেড়ে যায়। এ নিয়ে বিবিধ সঙ্কট ও জটিলতা হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের ভিতরে একে অপরের ওপরে 'চাপান-উতোর' চলেছে চলছে, একের পর এক। ভারত ও ভারতশাসিত কাশ্মীর এবং পাকিস্তান ও পাকিস্তানশাসিত কাশ্মীরের সর্বত্রই একের পর এক নানা ধরনের জঙ্গী-সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রয়েছে। বহুশত প্রাণ হরণ করে নিয়েছে এই জঙ্গ, এই সন্ত্রাস। জঙ্গী-সন্ত্রাসী তৎপরতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি জঙ্গী সংগঠনগুলোর সঙ্গে দুদেশের সরকারই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
কাশ্মীর ও জঙ্গী সংগঠন নিয়ে আজকের এই কলাম লিখতে বসিনি, লিখছিও না, তবে একটি কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কাশ্মীরের মুজাহেদিন ও হুররিয়াতকেন্দ্রিক জঙ্গী ঘটনাবলীর আপাত অবসান (পুরোপুরি হবে কি কখনও নিকটভবিষ্যতে?) এবং ভারত ও পাকিস্তানের ভিতরে সংলাপ শুরু হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি ও সংলাপ বৈঠক শুরু না হওয়া অবধি সার্ক সামিট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক বক্তব্য যৌক্তিকভাবেই দেয়া সম্ভব নয়।

দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর পরিবর্তে বহুপক্ষীয় ইস্যু নিয়ে কাজ করার কথা যে সার্কের সেই সার্ক পড়ে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগত জটিলতায়; হয়ে গেছে সেই ভারত-পাক বৈরিতার শিকার। সার্কের প্রতি অনাগ্রহের কথা কোন দেশই বলছে না। কিন্তু যে হতাশা ও অনিশ্চয়তার ভাব জোটভুক্ত দেশগুলোর ভিতরে রয়েছে একমাত্র সার্ক সামিট হলেই তা দূর হতে পারে

৩. ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি

২০০০ সালের ২৫ ডিসেম্বর বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে সার্কের বর্তমান মহাসচিব নিহাল রডরিগো বলেছেন, "আমি নিশ্চিত যে, সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হবে, যেহেতু আমি জ্যোতিষী নই বা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না তাই আমি সম্মেলনের নির্দিষ্ট কোন তারিখ বলতে পারব না। নিশ্চিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, সম্মেলন স্থগিত হওয়ার পর সার্কভুক্ত সব দেশের রাজধানী আমি সফর করেছি। ভারতসহ এসব দেশের সর্বোচ্চ মহল থেকে সার্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে এবারের সমস্যাটি জটিল। এবারের শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ার পিছনে কারণ ছিল ভারতের আপত্তি। সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি এবং আমার মনে হয় সেই জট খোলার জন্য আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন রয়েছে।
দু'সপ্তাহের কিছু আগে ২৫ ডিসেম্বর বিবিসির ওই অনুষ্ঠানের প্রচারিত 'নিহাল রডরিগোর এই বক্তব্যের সঙ্গে এখনও হয়ত অনেকে একমত হতে পারছেন' না। কারণ ২০০০ সালের ঘটনাপ্রবাহ, অন্তত ডিসেম্বর অবধি তাদের মনে দ্বিধা ও সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে।
শুধু নিহাল রডরিগোই নন, সার্কের পাঁচটি দেশের কোন কোন মন্ত্রী ও কর্মকর্তা এই বিষয়ে অপর দেশের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছেন। এর পাশাপাশি এই পাঁচ দেশের সুশীল সমাজের পক্ষ থেকেও নেয়া হয়েছে উদ্যোগ, 'ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি' যা অনানুষ্ঠানিক কূটনৈতিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সার্কের সঙ্কট ও অচলাবস্থাকে এই ৫টি দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করছেন। ১৯৯৯ সালেই এই উদ্যোগ শুরু হয়। ২০০০ সালে, গত বছর তাকে আরও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সার্ক পিপলস ফোরাম ধরনের এই সংগঠনটি দক্ষিণ এশীয় নাগরিক কমিশন হিসাবে কাজ করার জন্য কাঠামোগত ও কর্মসূচীগত কিছু যোজনা করেছে কয়েক সপ্তাহ আগে গত ডিসেম্বরে কাঠমণ্ডুতে অনুষ্ঠিত চার দিনস্থায়ী এক সম্মেলনে।
আগেই আমি বলেছি, কাশ্মীরকেন্দ্রিক বর্তমানে যে জঙ্গী তৎপরতা রয়েছে সেই বিষয়ে সমস্যা সমাধানমূলক কোন আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি না হলে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠার যৌক্তিকতা নেই। সুখের কথা, গত কয়েক দিনে এক্ষেত্রেও কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ভারতশাসিত কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী জোট হুররিয়াত কনফারেন্সের নেতৃবর্গ আর দুয়েকদিনের ভিতরেই (১৫ জানুয়ারি নাগাদ) পাকিস্তান যাবেন বলে এখনও সম্ভাবনা রয়েছে।
এর পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে। ১০ জানুয়ারি এই কলাম লিখছি। ১২ জানুয়ারি শুক্রবার নয়াদিল্লীর একটি বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল পাকিস্তানে আলাপ-আলোচনার জন্য যাচ্ছে। এতে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব জে.এন. দীক্ষিত, পাকিস্তানে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত কে. শংকর বাজপেয়ী, ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এয়ার মার্শাল ও. পি. মেহরা, ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন এডমিরাল রাজা মেনন, ভারতের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস জেনারেল ভি.আর. রাঘবন।
এই প্রতিনিধি দল যাচ্ছেন কাশ্মীরী জঙ্গী তৎপরতা কেন্দ্রিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনার জন্য। বলা হয়েছে, এটি হলো আসলে একটি 'ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাটিক টিম'। আমাদের ধারণা, সুশীল সমাজের ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসির সঙ্গে প্রাগুক্ত এই 'টিম'-এর 'ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি'র ফলে সার্ক সামিটের জন্য অতঃপর হয়ত কোন সুসংবাদ আসতে পারে। দেরি হবে, তবে আশার মতো পরিস্থিতি বোধ করি সৃষ্টি হতে চলেছে। তবে, ভারতের আসিয়ানের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ১০.০১.২০০১